প্রথম আলো

তারিখ ... 30 APR 2017
পৃষ্ঠা 2 ... কলাম 2 ...

রোকেয়ার উত্তরসূরিদের হাতে সাইকেলের হাতল

পাঠকের মুখোমুখি

সোহরাব হাসান

মেয়েরা সাইকেলে চড়ে স্কুলে যাচ্ছে

আমাদের পঞ্চগড়ে যেতে রাত হয়ে গিয়েছিল। পরদিন সকালে ফেরার পথে দেখলাম, শত শত মেয়ে সাইকেলে চড়ে স্কুলে যাচ্ছে। পরনে স্কুলড্রেস, হাতে সাইকেলের হ্যান্ডেল। কোনো দিকে ভ্রুক্ষেপ নেই। ঠাকুরগাঁওয়ের এক সাংবাদিক বন্ধু জানালেন, সেখানকার একটি স্কুলে সহস্রাধিক মেয়ে পড়ে, তাদের মধ্যে ৬০০ জন আসে সাইকেলে চড়ে। যাদের সাইকেল নেই তারা ভ্যানে চড়ে কিংবা হেঁটে যাচ্ছে। ঢাকার মতো অভিভাবকের পাহারায় নয়, একা। তাদের পোশাক বা আচরণে কোনো জড়তা নেই। তারাই বেগম রোকেয়ার প্রকৃত উত্তরসূরি। উত্তরাঞ্চলের মানুষ গরিব। ঘরবাড়ি সাধারণ। কিন্তু ঘরে-বাইরে নারীরা কাজ করছেন। এমনকি তাঁদের শস্যখেতের পরিচর্যা করতেও দেখা গেল। যমুনার এপার-ওপার কত ফারাক।

ফেরার পথে ঠাকুরগাঁও, রংপুর হয়ে যতই আমরা লালমনিরহাটের দিকে আসি, ততই ট্রাক-বাসের সংখ্যা বাড়তে থাকে। রংপুর শহরের ভেতরে বেশ যানজট। ইজিবাইক ও রিকশাচালিত যানের প্রতাপ। মহাসড়কে দুটোই চলাচল নিষেধ। তারপরও চলছে। মানুষের প্রয়োজনের কাছে হার মানছে আইন। শহরের কেন্দ্রস্থলে জেলা পরিষদ ভবনের পাশে বিরাট ফলক ঝুলছে, 'এই জমির মালিক আলহাজ হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ'। এরশাদের অনেক জমি। একজন সাবেক সিএসপি জানিয়েছেন, পাকিস্তান আমলে এসডিও-ডিসিদের হাত করে এরশাদ সাহেব অনেক জমি হাতিয়ে নিয়েছেন। তাঁর কথা শুনে তলস্তয়ের বিখ্যাত গল্পের কথা মনে পড়ল। একজন মানুষের কত জমি দরকার?

লালমনিরহাট থেকে পাঁচ-ছয় কিলোমিটার দূরত্বে দেখি, সড়কের এক পাশে তীব্র যানজট। বিপরীত দিক দিয়ে আসা সারি সারি ট্রাক দাঁড়িয়ে আছে। সামনে সেতু সংস্কারের কাজ চলছে। বাঁয়ের বিকল্প সরু পথ দিয়ে আমাদের মাইক্রো মহেড়া মোড় পার হলো। আশপাশের লোকজনকে জিজ্ঞেস করে জানলাম, সীমান্ত দিয়ে প্রচুর পাথর, কয়লা, কমলা ইত্যাদি আসছে। তুলনায় যাচ্ছে কম। লালমনিরহাটের বুড়িমারী স্থলবন্দর দিয়ে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের প্রথম সাত মাসে ৩২ হাজার ৩০০ ট্রাক পণ্য নিয়ে ওপার থেকে এসেছে, আর গেছে মাত্র ৫ হাজার। আমরা খাদ্যে (শুধু চাল) স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছি। কিন্তু নিত্যপ্রয়োজনীয় অন্যান্য পণ্য কিংবা শিল্পের কাঁচামালে এখনো পরনির্ভরশীল। বাংলাদেশ কবে সেই অবস্থায় পৌঁছাবে, যেদিন পণ্যবাহী আমদানি ট্রাকের চেয়ে পণ্যবাহী রপ্তানি ট্রাকের সংখ্যা বেশি থাকবে।

লালমনিরহাট থেকে চুয়াডাঙ্গা আসার পথে আমরা রংপুরে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে যাই, যেন খণ্ড খণ্ড সবুজ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি তুহিন ওয়াদুদ জানান, শিক্ষকদের উদ্যোগ ও শিক্ষার্থীদের স্বেচ্ছাশ্রমে গত তিন বছরে ৩০ হাজার ৮০০ গাছ লাগানো হয়েছে। শিক্ষার্থীরা কেবল গাছ লাগাননি, ১০ টাকা করে চাঁদা দিয়ে সেগুলো পরিচর্যা করাচ্ছেন, নিজেরাও কাজ করছেন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে মাত্র এক লাখ টাকা নিয়েছেন মাটি কাটার জন্য। বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়টি নতুন; ক্যাম্পাসে শ্রেণিকক্ষ, প্রশাসনিক ভবন ও আবাসিক ভবনের সংকট আছে। কিন্তু সজীবতার ঘাটতি নেই।

রংপুর বাইপাস পার হয়ে নাটোরের দিকে এগোতেই বিশাল চলনবিল। যত দূর চোখ যায়, সবুজ ও সোনালি ধানের ছড়া দেখতে পাই। বিলের মাঝ দিয়ে চলে গেছে মহাসড়ক। সড়কের দুই পাশে হাজার হাজার একর জমিতে ধান চাষ হয়। কিছু কিছু জায়গায় অন্য ফসলও আছে। অনেক দূরে মানববসতি। ঘোর বর্ষায় চলনবিল মনে হবে সমুদ্র। দূরের গ্রামগুলো জেগে থাকে দ্বীপের মতো। একসময় রাতে কেউ ভয়ে যেত না। মহাসড়ক হওয়ার পর সেই অবস্থা নেই। সারা বছরই চলনবিল কৃষকের পদচারণে সচকিত। মাঠে কৃষকেরা ধান কাটছেন, আবার কেউ সেই ধান মাথায় করে সড়কে নিয়ে আসছেন। এক দিন আগেই ঝড়বৃষ্টি হয়েছে। কিছু ধান পড়ে গেছে। সময়মতো কাটতে না পারলে বিরাট ক্ষতি হয়ে যাবে। এ কারণেই কৃষকেরা ধান কাটতে ব্যস্ত। কিন্তু পরে জানলাম, শেষরক্ষা হয়নি। আত্রাইয়ের পানির ঢল এসে চলনবিলের একাংশ ডুবিয়ে দিয়েছে।

বিশাল বিলের মাঝ দিয়ে যে সড়ক, সেই সড়কের পাশে ছোট ছোট ট্রাক দাঁড়িয়ে আছে। ট্রাকে করে কাটা ধান নিয়ে যাওয়া হবে চাতালে। আমরা মাইক্রো থেকে নেমে দুজন কৃষকের সঙ্গে আলাপ করলাম। সলিমুল্লাহ নামের এক কৃষককে জিজ্ঞেস করি, কী রকম ফলন হয়? বললেন, বিঘাপ্রতি ২৫-৩০ মণ। এক বিঘায় কত খরচ পড়ে? বললেন, ১৭-১৮ হাজার টাকা। ধানের দাম কত পাওয়া যায়, ২২ থেকে ২৪ হাজার টাকা। তবে তিনি এও জানালেন, ধান কাটার খরচ অনেক। আর লাভের গুড় পিঁপড়েয় খাওয়ার মতো ধানকলের মালিকেরাই লাভটা নিয়ে নেন। তাঁরা কৃষককে ন্যায্য দাম দিতে চান না। তারপরও মধ্যবয়সী এই কৃষকের মুখে হাসি, এবার ফলন ভালো হয়েছে। বাংলাদেশের তিন নায়কের এক নায়ক কৃষক। দ্বিতীয় নায়ক তৈরি পোশাকশ্রমিক এবং তৃতীয় নায়ক প্রবাসীরা। এই তিন পেশার মানুষই বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন।

উত্তরের দুই জেলা পঞ্চগড় ও লালমনিরহাট অনেকটা পিছিয়ে পড়া জনপদ। শিক্ষার হার যথাক্রমে ৫১ ও ৬০। দুই জেলার বাসিন্দাদের প্রধান অবলম্বন কৃষি। ভারী শিল্পকারখানা নেই। বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের সঙ্গে আলাপ করে জানা গেছে, বেকারত্বই প্রধান সমস্যা। বাংলাবান্ধা স্থলবন্দর নিয়ে তাদের অনেক আশা ছিল। যার অনেকাংশ অপূর্ণ রয়ে গেছে। যদিও নেপাল ও ভুটানে পণ্য আনা-নেওয়ার এটাই সহজ পথ। ১৯৯৭ সাল থেকে ২০১৭। ২০ বছরেও এটি পূর্ণাঙ্গ বন্দরে রূপ নেয়নি। অবকাঠামো দুর্বল। পণ্যবাহী ট্রাক রাখার জায়গা নেই। ফলে অনেক পণ্য নষ্ট হয়ে যায়। পঞ্চগড়ে গড়ে ওঠা নতুন চা-বাগান মানুষের মধ্যে কিছুটা আশা জাগিয়েছে। কিন্তু চা-চাষিরা ন্যায্য দাম পান না বলে হতাশাও আছে। কিছু লোকের কর্মসংস্থান হচ্ছে। পঞ্চগড়ে ছয়টি চা-কারখানা আছে। কারখানার মালিকেরা চা মানসম্পন্ন নয় বলে কম দাম দেন। বাঙালি ছাড়াও এখানে রাজবংশী, কোচ, সাঁওতাল, ওঁরাও সম্প্রদায়ের লোক বাস করে।

● সোহরাব হাসান : কবি, সাংবাদিক।
sohrabhassan55@gmail.com

আজ যে কিস্তি প্রকাশের কথা ছিল, তা প্রকাশিত হবে আগামীকাল। এই অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য দুঃখিত।-বি.স.

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.....
তারিখ.....

চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ	
চীফ, ডি.এল.পি বিভাগ	
সিস্টেম এনালিষ্ট	
সিস্টেম ম্যানেজার	
প্রশাসনিক কর্মকর্তা	
পি.এ.	
কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে	

স্বাক্ষর